যুগান্তর

তারিখ 07 NOV 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

ঢাবি ও জবি

ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির দায়ে ৬ জনের কারাদণ্ড

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ও জবি প্রতিনিধি

চলতি শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঘ' ইউনিট ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) 'ডি' ইউনিটের ১ম বর্ষ স্নাতক ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির দায়ে ৬ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ঢাবির ভর্তি পরীক্ষায় দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন— আবদুস সালাম ও জোবায়দুল ইসলাম। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন— মোকাম উদ্দিন কাজী, রাকিবুল ইসলাম, রাশেদুল ইসলাম ও জুবায়েদ মিয়া। এছাড়া অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগে বংশাল থানায় সোপর্দ করা হয়েছে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী রিয়াদ বিন করিমকে। প্রত্যক্ষদর্শী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া ভর্তি পরীক্ষা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জালিয়াতির চেষ্টাকালে দু'জনকে আটক করা হয়। এর মধ্যে জোবায়দুল ইসলামকে মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এবং আবদুস সালামকে শেরেবাংলা নগর গভর্মেন্ট ভয়েজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে আটক করা হয়। ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে মোবাইল

কারাদণ্ড : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

কারাদণ্ড : জালিয়াতির দায়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ফোনে উত্তর নেয়ার সময় কর্তব্যরত পরিদর্শকরা দু'জনকে আটক করে ঢাবি প্রক্টরের কার্যালয়ে নিয়ে আসেন। এরপর দায়িত্বরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারওয়াত মেহজাবীনের নেতৃত্বাধীন ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযুক্তদের এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক ড. আমজাদ আলী বলেন, 'একটি চক্র পরীক্ষায় জালিয়াতির চেষ্টা করছিল। পরিদর্শকের কড়া নজরদারির কারণে তারা ধরা পড়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অভিযুক্ত দু'জনকে এক মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।'

শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও ক্যাম্পাসের বাইরের ৮৭টি কেন্দ্রে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর 'ঘ' ইউনিটে ১ হাজার ৪৬৫টি আসনের বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৯০ হাজার ১৩০ ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী। এর আগে ৩০ অক্টোবর 'ক' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির দায়ে নীলফামারী সরকারি কলেজের সাবেক ছাত্র হাসিবুল হাসান শামুকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ২ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। এছাড়া ১৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত 'গ' ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় ভর্তি রোল একই থাকায় জালিয়াতি বলে সজয় কুমার সাহানী নামে এক ভর্তিচ্ছুকে এক বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়।

এদিকে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিস সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বিকালে ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে জালিয়াতি করায় বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী মোকাম উদ্দিন ও ঢাকা সিটি কলেজ থেকে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী জুবায়েদ মিয়াকে আটক করা হয়। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে থেকে মোবাইল ফোনে এসএমএস পাঠানোয় রাশিদুল ইসলাম (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) এবং রাকিবুল ইসলাম (সমাজবিজ্ঞান) নামে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়। পরে রাকিবুলকে দুই বছর, রাশেদুল ইসলামকে এক বছর, মোকাম উদ্দিনকে এক মাস ও জুবায়েদ মিয়াকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর দাপট : প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে মো. রিয়াদ বিন করিম নামে এক ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী শেখ বোরহানুদ্দিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ কেন্দ্রে প্রবেশ করতে চান। পরীক্ষা শুরুর পর কেন্দ্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকায় তাকে বাধা দেন দায়িত্বরতরা। এ সময় রিয়াদের সঙ্গে ভর্তি পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা শিক্ষকদের কথাকাটাকাটি হয়। কিছু সময় পর রিয়াদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী ও একটি কোচিং সেন্টারের কয়েকজনকে নিয়ে কলেজ কেন্দ্রে হামলা চালান। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ রিয়াদসহ দু'জনকে আটক করলেও সহযোগীরা একজনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পরে রিয়াদকে বংশাল থানা পুলিশে সোপর্দ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. নূর মোহাম্মাদ বলেন, জালিয়াতির অভিযোগে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

শুক্রবার বেলা ৩টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর ২৪টি কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। জবি 'ডি' ইউনিটে ৫৬০টি আসনের বিপরীতে ৪৯ হাজার ৯৩০ শিক্ষার্থী আবেদন করে। ভর্তি পরীক্ষার ফল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে (www.jnu.ac.bd বা www.result.jnu.ac.bd) পাওয়া যাবে।